রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ৬৭৩ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৬৬৮]

বিবিধ (كتاب المقدمات)

পরিচ্ছেদঃ ৮০: বৈধ কাজে শাসকবৃন্দের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং অবৈধ কাজে তাদের আনুগত্য করা হারাম

بَابُ وُجُوْبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُوْرِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍوَّتَحْرِيْمِ طَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْصِيَةِ ـ (80)

আরবী

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ في جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّلاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ . وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا في أَوَّلِهَا، وَسَيُصيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتنَةٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَتَجِيءُ الفتنَةُ فَيقُولُ المُؤْمِنُ: هذه مُهلكتي، ثُمَّ تنكشفُ، وتجيء الفتنةُ فيقولُ المؤمنُ: هذِهِ هذِهِ . فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، ويُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ منيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنَ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِن استَطَاعَ، فإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ ». رواه مسلم

বাংলা

৬/৬৭৩। 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর (বিশ্রামের জন্য) এক স্থানে অবতরণ করলাম। তারপর আমাদের কিছু লোক তাঁবু ঠিক করছিল এবং কতক লোক তীরন্দাজিতে প্রতিযোগিতা করছিল ও কতক লোক জন্তুদের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, ''নামাযের জন্য জমায়েত হও।'' সুতরাং আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একত্রিত হলাম। তারপর তিনি বললেন, ''আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীর জন্য জরুরী ছিল, তাঁর উম্মতকে এমন কর্মসমূহের নির্দেশ দেওয়া, যা তিনি তাদের জন্য ভালো মনে করেন এবং এমন কর্মসমূহ থেকে ভীতি-প্রদর্শন করা, যা তিনি তাদের জন্য মন্দ মনে করেন। আর

তোমাদের এই উম্মত এমন, যাদের প্রথমাংশে নিরাপত্তা রাখা হয়েছে এবং তাদের শেষাংশে রয়েছে পরীক্ষা (ফিতনা-ফাসাদ) এবং এমন ব্যাপার সকল, যা তোমরা পছন্দ করবে না।

এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যে, একটি অন্যটি হাল্কা করে দেবে (অর্থাৎ পরের ফিতনাটি আগের ফিতনা অপেক্ষা গুরুতর হবে)। ফিতনা এসে গেলে মু'মিন ব্যক্তি বলবে, এটাই আমার ধ্বংসের কারণ হবে। অতঃপর তা দূরীভূত হবে। পুনরায় অন্য ফিতনা প্রকাশ পাবে, তখন মু'মিন বলবে, 'এটাই এটাই (আমার সবচেয়ে বড় ফিতনা)।' অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালবাসে, তার নিকট এই অবস্থায় মৃত্যু আসুক যে, সে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং লোকদের সাথে সেই ব্যবহার প্রদর্শন করে, যা সে নিজের সাথে প্রদর্শন পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতার সাথে বায়'আত করে, সে নিজের হাত এবং নিজ অন্তরের ফল (নিষ্ঠা) তাকে দিয়ে দেয়, সে সাধ্যমত তার আনুগত্য করুক। অতঃপর অন্য কেউ যদি তার (প্রথম ইমামের) সাথে (ক্ষমতা কাড়ার) ঝগড়া করে, তাহলে দ্বিতীয়জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।" (মুসলিম) [1]

English

(80) Chapter: Obligation of Obedience to the Ruler in what is Lawful and Prohibition of Obeying them in what is Unlawful

'Abdullah bin 'Amr (May Allah be pleased with them) reported:
We accompanied Messenger of Allah (ﷺ) on a journey. We halted at a place to take a rest. Some of us began to set right their tents, others began to graze their animals while others were engaged in competing with one another in archery when an announcer of Messenger of Allah (ﷺ) announced that people should gather for Salat. We gathered around the Messenger of Allah and he ((ﷺ)) addressed us, saying, "Every Prophet before me was under obligation to guide his followers to what he knew was good for them and to warn the evil thing which he knew. As for this Ummah, it will have sound state and in its early stage of existence; but the last phase of its existence, will be faced with trials and with things you do not recognize. There will be tremendous trials, one after the other, and to each the believer will say, 'That is it'. Whenever a trial arrives the believer will say: 'This is going to bring about my destruction.' When this passes, another calamity will approach and he will say: 'This surely is going to be my end.' Whosoever wishes to be removed from the Fire (Hell) and admitted to Jannah should die with faith in Allah and the Last Day; and he should treat others as he wishes to be treated. He who swears allegiance to an Imam, he should give him the pledge in ratification and the sincerity of his heart. He should obey him to the best of his capacity. If another man comes forward as a claimant (when one has already been installed), behead the second."

[Muslim].

Commentary: Here `its early stage' means the period of the Companions, of the Successors (of the Companions), and of the Followers (of the Successors). In another Hadith, it has been called as the best era. In comparison with all the succeeding periods, this period is surpassingly good, peaceful and blessed. Later would emerge, it was prophesized, mischief after mischief, each being worse than the preceding one. Today, everybody sees the truth of this prophecy like the light of day. By predicting the emergence of mischief, Messenger of Allah (PBUH) wanted to warn his followers that they should keep themselves aloof from them. To them he further explained in advance the precautionary measures, that is, to keep faith in Allah, to remain firm-footed in the belief in the Hereafter and to deal with people fairly, attempting to be polite to them at the same time.Besides, prophecy has been made about the abundance of the power-hungry people with a remedial note. In the first instance believers are supposed to swear allegiance to the caliph, and by extending their cooperation to him they should kill another claimant to the caliphate because it is only in this way that the unity of the Muslim Ummah can be maintained, free of chaos and discord. Yet, unfortunately, the power-orientated groups have found a plaything in the shape of democracy, turning peace and unity into a legend of the past. What a pity that despite all that they seek stability and progress! Is it the miracle of time or the quirk of the vested interests that has reversed the whole scheme of things? There is little hope of the improvement of the Muslim world's affairs. Indeed, it faces an ironical situation.

ফুটনোট

[1] মুসলিম ১৮৪৪, নাসায়ী ৪১৯১, আবূ দাউদ ৪২৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৬, আহমাদ ৬৪৬৫, ৬৭৫৪, ৬৭৭৬

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=23638

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন